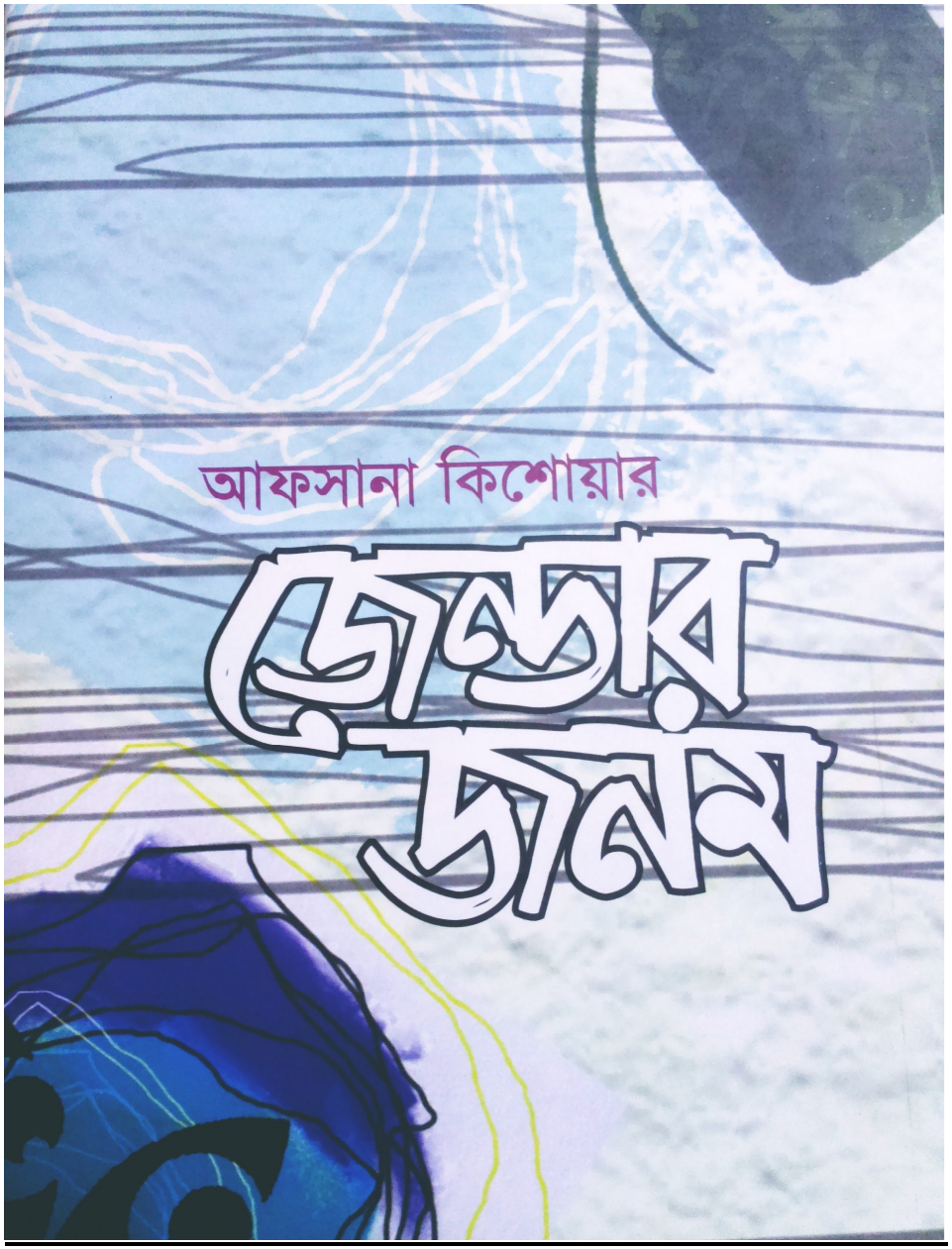

আফসানা কিশোয়ার
জেন্ডার ডানম

Published by

UTSO PROKASHAN
127 Aziz Super Market (2nd Flr.)
Shahbag Dhaka. Tel : + 88 02 9676025

Price Taka 100

ISBN 978-984-90815-5-5

জাতির ক্রান্তিকালে লেখক কি করবেন? তার অস্ত্র কলম, তিনি তাই নিয়ে দেশের পাশে দাঁড়াবেন। চলমান আঁধার আলো সবই তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে—৫ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গর্জে ওঠা তরুণ প্রাণদের সাথে একসাথে কলম মার্চ শুরু করেন কবি তার লেখনীর মাধ্যমে। 'শাহবাগ' অংশে আমরা কবির দেশের প্রতি মমত্ববোধের বিনিসুতার মালা গাঁথা দেখি মুগ্ধ হয়ে। যে দেশকে ভালোবাসে সে আসলে পৃথিবীর সব সুন্দরকেই আশ্লেষে জায়গা দিতে পারে বুকের মাঝে—তাই বিষণ্ন প্রেমিকাদের চিবুকের কাটা দাগও তার উত্তাল আন্দোলনের মাঝে সহজেই স্থান করে নেয়।

নিপীড়িত মানুষের ভেতর তস্য যে শ্রেণি সে নারীর প্রতি ছুঁড়ে দেয়া বিদ্রুপ বাক্য 'রান্না করতে না পারলে জীবন বৃথা' এমন উচ্চারণ কবিকে ব্যথিত না করে বরং ঝলসানো অক্ষরে উত্তর দেবার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে—আর সেভাবে আমরা পেয়ে যাই 'জেন্ডার জনম' নামক কবিতাটি।

জীবনানন্দ কবির প্রিয় কবিদের তালিকায় প্রথমেই। 'জীবনানন্দীয় ক্লান্তি' বা 'মহাপৃথিবীকে ভালোবেসে' কবিতাগুলোতে আমরা সেই ঢং-এ বলা অনুভবগুলোর দেখা পাই।

ভালোবাসার মানুষের দেয়া অবহেলা মানুষের বুকের ভেতর সবচাইতে বেশি কষ্টের অনুরণন তোলে-কবি তার কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে বলেই ফেলেছেন এই শীতে তিনি শীতক্লিষ্ট বৃক্ষরাজির মতো নিজেকে করে ফেলবেন, তিনি 'শীত গাছ' হবেন।

আফসানা কিশোয়ার তার দেশের প্রতি মমত্ববোধ, রাজনৈতিক সচেতনতা, দৈনন্দিনের হালচাল সব নিয়েই আমাদের একজন কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন তার লেখনী শক্তি দিয়ে। তার স্বপ্নের ভুবন, সাহিত্য জগতে পদচারণা এভাবেই চলে-নিরন্তর।

আলোকচিত্র : ফাতেহা তুজ জাহ্‌রা

একযুগ ধরে মস্তিষ্কের অলিতে-গলিতে সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে, জীবিকার সাথে সমান্তরালে চলছেন একজন কবি, তিনি আফসানা কিশোয়ার। সচেতন সংবেদনশীল মানুষের মতো তিনি দেশ কাল সব আবহ দেখছেন এবং সেই দেখা শোনার ফলশ্রুতিতে জীবন ঘনিষ্ঠ কবিতা ও অন্যান্য লেখনী তিনি আমাদের উপহার দিচ্ছেন নিয়মিত। সময়ের সাথে মেঘকন্যা নামে ব্লগিং, নিজস্ব নামে ফেসবুকিংও তিনি করছেন এবং সব মাধ্যমেই তার লেখা নিয়মিত দেখা গেলেও কবির কাছে মলাটবদ্ধ বইয়ের আবেদন ভিন্ন।

আফসানা কিশোয়ার-এর জন্ম ঢাকাতে ১৯৭৮ সালের ৮ মার্চ। 'জেন্ডার জনম' কবির অষ্টম কাব্যগ্রন্থ।

কবি বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মরত।

ISBN : 978-984-90815-5-5

©
লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশকাল
অমর একুশে বইমেলা ২০১৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : + ৮৮-০২-৯৬৭৬০২৫. ০১৭১৫৪০৪১৩৪
e-mail : utsopro@yahoo.com // www. utsoprokashan.com

প্রচ্ছদ
আবু হাসান

মূল্য
একশত টাকা

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

Gender Janom by Afsana Kishwar Published by Mustafa Salim
Utso Prokashan 127 Aziz Super Market 2nd flr. Shahbag Dhaka-1000
Phone : + 88-02-9676025, 01715 404134

ISBN : 978-984-90815-5-5

উৎসর্গ

সেইসব সবুজ প্রাণকে যারা
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সুনিশ্চিত
করেছে ২০১৩-এর ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

বারুদ ফিরিয়ে নাও	কবিতা একুশে বইমেলা ২০১২	শুদ্ধস্বর
করোটিতে মৃত্যু	কবিতা একুশে বইমেলা ২০১০	উৎস প্রকাশন
অ-পরবের দিন	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৯	উৎস প্রকাশন
ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না	ফিচার সংকলন একুশে বইমেলা ২০০৮	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
জলপাই, অপছন্দ যে কারণে	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৮	উৎস প্রকাশন
পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	অন্যপ্রকাশ
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

সূচিপত্র

প্রয়োজন বোঝে না প্রতীক্ষা-ভালোবাসার	০৯
জেন্ডার জনম....	১০
'ক্লান্তি' কোলাজ	১১
স্থায়ী অপেক্ষা	১২
শাহবাগ : ভালোবাসা আজ তোমার জন্যে স্বদেশ	১৩
দিন শেষ	১৪
কাঠঠোকরার ঠোকর	১৫
টুকটুক ঠোকর	১৭
একপিস গুলাবি	১৯
ইসাবেলার ঘর সংসার	২১
পাকি গন্ধী গান... অনেকেই হবে বদনাম	২২
গান	২৫
কেড়ে নিয়ে গৃহবাসীর সুখ	২৬
পহেলা বৈশাখ	২৭
কবি পরিচয়	২৮

চিবুকের কাটা দাগ	২৯
আমার আস্তিনের নিচে লুকোনো নখ	৩১
কত সহজ উচ্চারণে বলে ফেলো	৩৩
জীবনানন্দীয় ক্লান্তি	৩৪
আবছায়া বিকেলে	৩৫
মন খারাপের একদিন	৩৬
সেইসব সময় আমাদের	৪২
হিংসুক মনের ভাবনা!	৪৩
একার রূপকথা	৪৪
নিবিড় সন্ধ্যায় পাখিদের সংকীর্তন	৪৫
একটি উষ্ণ চুম্বন	৪৬
বিভ্রাট	৪৭
একেক দিন	৪৮
অগণন শূন্যতা, নিস্তব্ধতা	৪৯
শীতগাছ হব	৫০
প্রেমের জীবন	৫১
রৌদ্রের বেলায়	৫২
মহাপৃথিবীকে ভালোবেসে	৫৩
কোথাও কেউ নেই	৫৪
মৃত্যুর মতো সমর্পিত, অসহায়	৫৫
আগুনলাঠি	৫৬

প্রয়োজন বোঝে না প্রতীক্ষা-ভালোবাসার

আয়নায় ক্লিষ্ট মুখ কার
তোমার না আমার!
জ্বলে যাওয়া চোখে জলে আগুন
বিরহী কোকিলের কুহুতানে জর্জরিত ফাগুন
কার বুকে, তোমার না আমার!
দৈনন্দিনের ক্ষার, ইথারে গুঞ্জরিত শব্দমালা
পরিচিত হাতের আদুরে ফিসফাস
কোথাও পৌঁছায় না,
সাক্ষী তোমাকে ছুঁতে না পারা
আমার স্বদেশী আকাশ।
ঘুম ঘোরে ঘুঙুর পায়ে লালপরী
নাচনে নাচনে জেরবার,
"ঐকতান" হবে না জেনেও
স্বপ্নের রঙবাজি প্রতিদিন
জানি, জানি এ সম্পূর্ণ তোমার-আমার
প্রয়োজন বোঝে না প্রতীক্ষা-ভালোবাসার।

জেন্ডার জনম...

ওরা বলে আমার “নারী” জনম বৃথা
আমার আঁচল নেই, নেই তাতে হরুদ মরিচের দাগ
শরীরে নেই রান্নার তেলের গন্ধ
আমি রসনাবিলাস কারিগর নই
তাই আমার “নারী’ জনম জলে গেছে পুরোটাই

আমি “মানুষ” কাঁদলে মুছে দিতে পারি জল
দুঃখের দিনে জড়িয়ে ধরে করি সাহস সঞ্চালন
আমি “মানুষ” করি সৃষ্টি
”মানুষ” এর সুখে হাসি, কষ্টে হই সমব্যথী
”নারী” বা “নর” নয় আমি “মনুষ্যত্ব”র করি আরতি

ওদের অজ্ঞানতাকে করুণা
আমি যা পারি ওরা তা জানে না পারে না
ধন্য জনম আমার
জেনে মানুষ হবার রীতি।

১৭.০৫.২০১২, সকাল ১১.১৫

’ক্লান্তি’ কোলাজ

ভীষণ ক্লান্ত আমি
ভ্রু-তে, পাপড়ি -তে এমন কী
নখের ডগায়ও আমার বিষাদ ।
আমার ঘুম নেই, খাওয়া নেই
বায়বীয় প্রার্থনায় উলুঝুলু সময়
ত্বকের ভাঁজে ভাঁজে বাসা বেঁধেছে ক্ষয়;
এসব অহেতুক ভীড়, মানুষের হলাহল
আমাকে প্রতিদিন ক্লান্ত করে তোলে।
আমাকে ঘিরে থাকা অর্থহীন কাজ
আমার করে যাওয়া স্বাভাবিকতার সাজ!
আমি জানি ''মুক্তি'' শব্দটি
জীবিত মানুষের জন্যে অপ্রযোজ্য;
স্বপ্নের রকমারি হেরফের, ফাঁস ঝোলানো গাছ
করণিক দাগাবাজিতে বুকের পাঁজর চুরচুর
জীবিকা-ই আমার আসল সর্বনাশ!

স্থায়ী অপেক্ষা

কাঁচের ওপারে জাফরি রোদ
ব্যস্ত রাস্তা, হুড়োহুড়ি বেশ
এপারে আয়না ঘরে আমাদেরও
দমবন্ধ, বাতাসে কর্মযজ্ঞের রেশ।
রবি থেকে বৃহস্পতি একই বৃত্ত
এক ই মুখ, একই অসন্তুষ্ট চিত্ত;
জীবন মানে আদতে নারদ নৃত্য,
তোমাকে মাড়িয়ে আমি চলে যাব,
কেউ বোঝে না সবাই-ই
''কর্পোরেট ভৃত্য''।
স্থায়ী নয় সুখ, নয় স্থায়ী নিঃশ্বাস
অপেক্ষায় সেই পুরানো-
'তিন এবং আধ' মাটির আবাস।।

শাহবাগ

ভালোবাসা আজ তোমার জন্যে স্বদেশ

ভালোবাসা আজ তোমার জন্যে স্বদেশ
শাহবাগে প্রেমিক প্রেমিকার ছুটি,বলছে
আমাদের ভালোবাসা অশেষ
শুধু তোমার জন্যে বাংলাদেশ।
কোটিপ্রাণের মুষ্টিবদ্ধ হুংকার
আমাদের সব অহংকার
রক্তের দাম, তোমাকে সালাম
শহীদ জননী জাহানারা ইমাম,
আমাদের বন্য বেশ
তোমার জন্যে বাংলাদেশ
তোমার শরীরে থাকবে না কালো ভূষণ
বুকে থাকবে না রাজাকারের দূষণ
ধর্মের অহেতুক শোষণ
আমাদের দামামা, খালাম্মা সুফিয়া কামাল–
আমরা যে আপনারই স্নেহের সন্তান।
হৃদয়ে জাগ্রত একাত্তরের রেশ
ভালোবাসা আজ তোমার জন্যে স্বদেশ
আমাদের ভালোবাসা অশেষ
শুধু তোমার জন্যে বাংলাদেশ

দিন শেষ

বোবা ইমারতের বারান্দায় জ্বলছে একটি মোম
একটি দু'টি করে শাহবাগ পর্যন্ত যজ্ঞের হোম
কতবার কত হায়েনা হয়েছে পাকিস্তানের দোসর
জন্মপরিচয়হীন বুদ্ধিবেশ্যারা করে কত তোড়জোর
হা হা পায় যে হাসি, বলছে কাজী নজরুল
বিদ্রোহে ভাসি-
আস্তিক-নাস্তিক ভেদ করে পাবে না তো পার
ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার
বিভেদের বাণী চিরন্তন শোনেনি তো বাঙ্গালী
'জয় বাংলা'য় রাসেল জাফর রাজীব দিচ্ছে রক্ত ঢালি
অপেক্ষায় ফাঁসীর দড়ি, রাজাকার-জামায়াত-শিবির
দিন শেষ তোদের, ঐ দেখ বলছে টিকটিক ঘড়ি

তারিখ : ২০.০২.২০১৩, ১২ টা (দুপুর)

কাঠ ঠোকরার ঠোকর

মননের সবটুকু মনোযোগ এখন দেশের উপর নিবদ্ধ। এর ভেতর কেমন করে এরা এলো আমি জানি না–

১.
আমায় থাকো তোমরা ঘিরে
সাথে হাজার কাজ
এমন ভীড়ে কেমন করে
দেখি তোমার সাজ!

২.
হরিণ চোখে ক্ষিপ্র কাজল
বুকে তখন শতেক মাদল
লাগ ভেলকি লাগ
খুন হয়ে যাই তক্ষুণি
একটু তো তাকাক!

৩.
আমি জটিল, তুমি সরল
দন্ডিত দূরাভাস

একজনমে মোহমায়
মিটে না ভালোবাসার আঁশ

৪.
শেষ ফাগুনের চিবুকে শুয়ে আছে
কাঙিক্ষত বুষ্টির বিন্দু বৃষ্টি নামাবে বলে
তুমি পিচ্ছিল হ্রদে ঝাঁপ দিলে
প্রত্যহর দাবীমাখা তুমুল কোলাহলে

৫.
শব্দেরা সীমান্তে আটক ভিসার গন্ডগোলে
এভাবে হয় না ইসাবেলা,
চুমু খেতে হয দু'চক্ষু
সম্পূর্ণ খুলে!

৬.
আমি এখন ভূতুড়ে পরিত্যক্ত শহর ইসাবেলা,
চারপাশে চামচিকাদের উড্ডয়ন
মেনে নেই অনায়াসে,
কে করবে ক্লান্তি হরণ!

৭.
আমার দেহে এখনো বর্ণহীনতার দাগ
তিনটি বছর কেটে গেল
এবারো বললে,
বসন্ত ফিরে যাক!

টুকটুক ঠোকর

১.
মুঠোফোনে কাব্য লিখে মুগ্ধ করি কাকে!
দেখলে তুমি হাসবে (ইসা) বেলা
রুপোলী চুল ভেংচে উঠে
কালো কেশের ফাঁকে।

২.
সেদিনও ছিল কানের পাশে
তোমার গুঞ্জরণ
এখন কর্ণমাঝে বাজছে কেবল
এফএম আয়োজন।

৩.
যে ভালোবাসে তার তো ধর্ম একটাই
কখনো ইউসুফ-জুলেখা
কখনো কৃষ্ণ-রাই

৪.
না না একদম যত্ন নিচ্ছ না ত্বকের।
ত্বক দেখলে,
জানলে না তুমি না থাকলে সব থেমে যায়
সময় তখন শুধুই শোকের।

৫.
এ শহরের জ্যামকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে
আমাদের আড্ডা চলেছে বহুবার

এখন সবই ভার্চুয়াল, মোবাইল নেটে
চলে দেন দরবার। স্মৃতি ঘিরে থাকে
কুলকুল হাসি, ঘৃণা ব্যথা অভিমান
ভালোবাসাবাসি,
সময় বলে এরা এখন ভিন্ন গ্রহে
আছে হয়ে প্রবাসী।

৬.
সতেরো থেকে তোমাকে ছুঁয়েছি-ছেড়েছি
করেছি প্রতিজ্ঞা না দেখবার
অথচ দেখো কিছুতেই থামলো না
বারবার করা মুখাগ্নি তোমার।

৭.
পাগলা -রঙ্গীন পানি, মদিরা সুরা
কত নাম তোমার
কাজের বেলায় একজনই তুমি
পঙ্গুকেও করে দাও পার
স্বপ্নে সর্বোচ্চ পাহাড়।

৮.
ভালোবেসে কত ডাকলাম
ভুতোসোনা,
তুমি শুধু সরছো দূরে
দেখে দীপিপোনা।

একপিস গুলাবী

১.

এক পিস গুলাবী

আহ বৈধব্য!জলপাই স্বামী যেদিন গেল মরে
প্রাণ ফিরে এলো আমার গোলাপবরণ ধড়ে।
ঘুটেকুড়ানী থেকে রাণী
কেন দেখায় না ডিসকভারী আমার কাহিনী!
সন্তানদের গড়তে করিনি আপোস
বাবা নেই এ অজুহাতে কেউ যেন দিতে না পারে দোষ ।
উইন্ডমিলের বরপুত্র কোকেনের আবর্ত
আর খাম্বার সমাহার,
আমার সন্তানেরা এনশাল্লাহ ঘি খেয়ে
করেনি কখনো ধার।
নিস্তরঙ্গ বাংলায় এনেছি গ্রেনেড নিনাদ – জঙ্গীবাদ
আহ বৈধব্য! গুলাবী মাত্রই জানে
সার্টিফিকেট না থাকার আশীর্বাদ।

২.

কিশোরী আমি বেণী দুলিয়ে জামাতী স্কুলে যাই
ভাবের জগত টালমাতাল–
ওমা একদিন সফেদ দাঁড়িয়াল বলে –
আমাকে না কি ধর্ষণ করা জায়েয
যুদ্ধের সময় আমি গণিমাতের মাল!
সেই থেকে শুরু নিজেকে দেশকে ধর্মকে জানা
বেশভূষায় সুফী হলেও জানলাম
জামাত মানেই ইবলিসের ছানা।

৩.
কি আশায় বেঁচে থাকা জানে না মন
মোবাইল পর্দায় রাত্রি জাগরণ
তুমি ঘুম সে ঘুম, সবাই নিদ্রাদেবীর কোলে
আমি জেগে যদি তুমি ডাকো মনের ভুলে!
সীমানা পেরোনো সময় তোমার সূর্য
আমার আকাশে চাঁদ
ভালোবাসা মানে আমৃত্যু অজেয় ফাঁদ।

৪.
কে কে কে কে সে,
হঠাৎ নেতা বনে গেল শাহবাগে এসে!
আরে আরে ও নাস্তিক
ধর্ম গেল ভেসে;
ঔরস তার মাস্টারদা
রক্তে প্রীতিলতা উঠছে হেসে,
কে কে কে কে সে?
দুপুরুষ আগেও যার ধর্ম সনাতন
সে ইসলামের সেবক বলছে স্টেজে বসে।
মাস্টার আর প্রীতি,
উফ মালুদের আছে না কি নীতি!
কে কে কে কে সে!
জন্ম তার এদের ঔরসে!
সব জেনে আসল হেফাজতকারী
হাসছেন আপন আরশে
জয় হবে জনতার

ভন্ডরা পরিণত হবে
জয় বাংলার দাসে।

ইসাবেলার ঘর সংসার

১.
ইসাবেলা, আমার বসন্ত মানে না
বিপ্লব, হরতাল, আন্দোলন
এ বসন্ত চাইছে তোমার সাথে
নিরবিচ্ছিন্ন সঙ্গম।

২.
আহা! তোমার মোমসম শরীর!
মানুষের নয় যেন পরীর, পরীর।

৩.
লড়তে লড়তে বড্ড ক্লান্ত আছি, ইসাবেলা
প্রাচীন তালপাখা দিয়ে মায়ার বাতাস
চাইছি এ-বেলা।

৪.
দীপিতাসোনা তুমি এখন আমার সব
তুমি সুস্থ থাকলে প্রতিটা দিন মুখরিত
অঘোষিত পরব, পরব।

৫.
আপনি ছিলেন বটগাছের নামান্তর
বিদেশ গেলে ভালো মানুষগুলো আর ফেরে না
কি চিকিৎসা হয় জানি না
খবর আসে ঘটেছে দেহান্তর।
(জাতি আজ সত্যিকারার্থে অভিভাবকহীন হলো প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে)

পাকি গন্ধী গান...অনেকেই হবে বদনাম

১.
তুই চিরকাল এড়িয়ে গেলি জীবনের সহজ দাবী
আমাকে রাখলি দূরে
নিজেও খেলি অনন্ত অস্থিরতায় খাবি

২.
জানি তুমি বলবে জীবন মানে
এটা সেটা অনেক কিছুর জয়
আমার কাছে পুরোটাই অব্যর্থ ক্ষয়

৩.
নিজেকে আদরে মায়ায় আজ রেখেছিলাম ভীষণ যতনে
কেমন করে ভাবো আসতে দেব তোমায় আমার একক ভুবনে
যতই করাঘাত করো দখিন দুয়ারে প্রতিক্ষণে

৪
বিয়াল্লিশবছর দেখেছি তোদের দুর্বলের ক্ষমা সুন্দর চোখে
পেছন থেকে ছোরা মারতি না যদি সাহস থাকতো বুকে

৫.
পাকিস্তানী আর্মি আর রাজাকাররা করেছে যাদের ধর্ষণ
তাঁদের নাম বীরাঙ্গনা অথবা শহীদ বোন
পাক আর্মির প্রতি যার ভালোবাসা
পুরো একাত্তর জামশেদের নেশা
তাকে কি নামে ডাকি?
"ম" বর্গীয় শব্দের সাথে বাঁধা তার একজীবনের রাখি

৬.
তুমি যখন সত্যের পথে তোমার হাজার বদনাম
যখন ভুল করছো শুধরে দেবে না
করবে প্রশংসার জপনাম
এরাই আসল শত্রু
অতএব সাধু সাবধান

৭.
আমার কোন নাম ছিল না
দল ছিল না, মঞ্চ ছিল না
নই আমি টক শো কাঁপানো আন্দালিব
আমার কণ্ঠে জয় বাংলা
বুকে আমার শেখ মুজিব

৮.
লুতুপুতু প্রেমের ছন্দ হয়ে যায় বন্ধ
তুমি পসরা সাজালে
তোমার প্রতি মুগ্ধতা সোনার বাংলা
রাখবো কেন আড়ালে!

৯.
আমার দেশে বইসা তুমি পাকিস্তানী গান গাও
সত্যি কইরা বলো তুমি কোন মায়ের ছাও
খাইয়া যদি থাকো তুমি বাংলা মায়ের দুধ
কেমন কইরা হ্ও তুমি পাকি স্বপ্নে বুঁদ
আমার দেশে বইসা তুমি লাল সবুজে মারো ঘা
পাকি তোমায় কই যে আবার পাকিস্তানে ফিরে যা
রাজাকারের ফাঁসী চাইলে আমারে কও নাস্তিক
সাপ তোমারে চিনি আমি ধিক ধিক শত ধিক
কিছু হইলে ফালটা দিয়া পড়ো আমার
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান পাহাড়ী ভাই বোনের ঘাড়ে
দিলটা যদি সাফ থাকতো করতা না এসব
রাইতের আন্ধারে
সত্যি কইরা বলো তুমি কোন মায়ের ছাও
বাংলা মায়ের দুধ খাইলে কেমন কইরা
রাজাকার বাঁচানোর গান গাও
খাইয়া থাকলে বাংলা মায়ের দুধ
কেমন কইরা হও তুমি পাকি স্বপ্নে বুঁদ

গান

এপ্রিল ২, ২০১৩ – ১০:১০ অপরাহ্ন

পিচ্ছিল আঁধারে বয়ে চলা সময়
ভাবছো বসে এভাবে হবে বুঝি
ধ্বংসের জয়
আজ গাড়ি পোড়ানো, কাল পুলিশ খুন
ভাবছো বসে এভাবেই হবে বুঝি
ক্ষমতায় আরোহণ
আমি আম জনতা বলছি তোমায়
শুনে নাও
পারেনি কেউ করতে বাঙ্গালীকে
এমন করে ভাও
বায়ান্ন বলো, বলো ঊনসত্তর, কিংবা সেই উত্তাল একাত্তর
আমরাই ছিনিয়ে এনেছি বারবার
আঁধার সরিয়ে ঝকঝকে রোদ্দূর
কেমন করে ভাবো তোমরা
ট্রেনে আগুন, বাসে আগুন দেখ
ভয় পাবে বাঙ্গালীর প্রাণ ভোমরা

ভাবছো বসে দেখিয়ে জুজু ধর্মের
ঢেকে দেবে ইতিহাস যত অপকর্মের
জেনে রেখো জেনে রেখো সে হবার নয়
হবে হবে হবেই শুনো– জয় বাংলার জয়
বলি আবার একসাথে জয় বাংলার জয়
জয় বাংলার জয়
জয় বাংলার জয়

কেড়ে নিয়ে গৃহবাসীর সুখ

কেড়ে নিয়ে গৃহবাসীর সুখ
ধর্মের নামে আনছো ডেকে
ধ্বংসের অসুখ
তোমার আমি জাত জানি না পাত জানি না
তোমায় আমি মানি না মানি না
কাঁপছে যখন পৃথিবী বিশ্বায়নের জ্বরে
গাও তুমি গান মধ্যযুগের সুরে।
নারী ছাড়া কাটে না একটি দিনও তোমার
কেড়ে নিতে চাও তবু নারীর সব অধিকার।
স্বাধীনতার স্মারককে কও তুমি হারাম মূর্তি
জানি জানি জানি তোমার আমি সব অপকীর্তি
ধর্মের নামে করছো তুমি নিজ ভাইরে খুন
বোনেরে দিছো তুইলে পাকি আর্মির হাতে
ভুলি নাই সেকথা বুঝাইও না ধুন-ফুন।

লঙ মার্চ ডাকো শর্ট মার্চ ডাকো
হবে না কো কাজ

আমি জাগ্রত একাত্তর, মনে রাইখো
আমিও নিতে জানি রণাঙ্গনের সাজ
কেড়ে নিয়ে গৃহবাসীর সুখ
ধর্মের নামে আনছো ডেকে
ধ্বংসের অসুখ
ব্লাসফেমি আইন চাইছো কতবার
জানতে চাই বাপ কে তোমর
পাকিস্তানের না বাংলার??

<u>পহেলা বৈশাখ</u>

তোমার শরীর কথা বললেই, তুমি সশব্দে তা প্রকাশ করতে পারবে,
নিতান্ত কিছু না পেলে-সচল নিজের নগ্ন নির্জন হাত
তুমি বলতেই পারো কারণ তুমি পুরুষ।
তোমার অভুক্ত দেহের কথা শুনলেই মানুষ আর্দ্র কণ্ঠে করবে
হা-হুতাশ।
তুমি যদি অভুক্ত থাকার ভান করতে পারো ঠিকঠাক
তোমার খেতাব মহাপুরুষ, তুমি অবশ্য পাঠ্য ইতিহাস।
আমি কান্ড শুকানোর গল্প বললেই-দেহবাদী, নষ্টা
মেয়েদের জন্য ধর্ম, কাশী, সেক্রিফাইস সন্ন্যাস।
তাই তো ইতিহাসে কোন মহানারী নেই, আছে
কাশীবাস।

কবি পরিচয়

'কবি', কবিরা আসলে কেমন হয়?
সফেদ দাঁড়ি মনোবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ
অথবা বিশ্ব সংসার বিবাগী সিলভিয় প্লাথ
চোখের কোণে উঁকি মারা এরা-ই আসল কবি নয়!

কবিদের আসলে কেমন দেখায়
"সোনলী কাবিন" সত্ব বিক্রি হয়ে যায়
পঞ্চাশ হাজার টাকায়, জামাতীদের ছায়ায়
স্মৃতিতে যখন আসে এ ভাবনা
তখন বুঝি কবি-রা
সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নয়!

কবিরা আদতে কেমন হয়
পুরুষ অথবা নারী
শাসক না কি শোষিত
বন্দুক কিংবা কলমবাজ
কোনটা তাদের প্রকৃত পরিচয়?

ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি
রাবীন্দ্রিক ঢঙে পরা শাড়ী
কেউ কবিতার নয়;
শাহবাগের বাঁকে, আমজনতার ফাঁকে
দাঁড়িয়ে যে বুকে কলমে দেগে নেয়
দেশপ্রেমের উত্তাপ, সে-ই কবি হয়-
দেশের প্রয়োজনে তর্জনী উঁচিয়ে

যে রচনা করে একটি ৭-ই মার্চ
বা তারও পরে বাংলাদেশ
তাকে, শুধু তাকে সব ভুলে বলা যায়
কবিরা আসলে তোমার মতো
শতভাগ নির্ভীক হয়।।

১১.০৭.১৩

চিবুকের কাটা দাগ

১.
চিবুকের কাটা দাগ
যতটা তফাতে থাক
তুমি আমার অনুসূয়া
মাঝ বয়সে
খেলি আবার জুয়া
অভয় হও...

২.
আহা, দিচ্ছি তো
রোমান্টিক শিস্!
বুঝছো না কিছুতেই
মেয়ে
অকারণে টানছো
প্লাস্টার অব প্যারিস!

৩.
আর মাত্র কয়েকটা দিন
তারপরই হবে বন্দী

মুক্তি নেই
করবে শুধু
সমঝোতার সন্ধি

৪.
ঝাঁপ দিও না কন্যা
পুরুষগন্ধী জলে
আর একটু সময় বাঁচো
না হয়
হৃদয়টা পুরো খুলে!

৫.
চুল তো নয় যেন ঝিরি
মন চায় বেয়ে উঠি
ঐ দীঘল সিঁড়ি!

৬.একেবারে বখে যাব মেয়ে
তুমি দেখবে চেয়ে
তোমার ভালোবাসা না পেয়ে।

২৬.০৭.১৩

আমার আস্তিনের নীচে লুকোনো নখ

১.
আমার আস্তিনের নীচে লুকোনো নখ
বিড়ালের মুখে ইঁদুর
অপার জলে ওড়াওড়ি সীগাল
মাঝে মাঝে ডাক দেয়, সু-দূর

আমার মুখে হাসি
বিষণ্নতার কবর
রমণের ইতিহাস নিংড়ে
জন্মের ক্ষণ খোঁজা, মনের চোখ থাকে বোঁজা

আমার মুক্তির স্বেদবিন্দু
বন্ধুর পথে বন্ধু
অপেক্ষার দুর্বিনীত প্রহর
ডানে বামে এলায়িত
দিকচক্রবাল
ডাকছে সমুদ্দূর...

২.
প্রজাপতি ওড়া পাঁজরে
নবাগত অনুভব
দিচ্ছে চাপা বিগত দিনের
দুঃখ-হতাশা-ক্ষোভ;
ইথার জানে, জানে দোর ছাওয়া
কৃষ্ণচূড়া, ইসাবেলা-
দিন শেষে ওল্ড ইজ গোল্ড।

৩.
হাজারের সাথে আরো একশ পঁচানব্বই দিন
পুড়ে গেল ঠোঁট, সাথে ফুসফুসের জমিন,
বলতে পারিনি ইসাবেলা–
“তোমাকে ভালোবাসি না”।
সারস ডানায় বন্দী স্বাধীন পদ্য
প্রথম চুম্বনস্বাদ এখনো স্মৃতিতে অনবদ্য!
কতজন কত স্মৃতিতে বাঁচে
আমি এখনো পড়ে আছি তোমারই গড়া ছাঁচে;
ক্লান্ত মন জপে যায় একই সুর
কাছে আসো পাশে বসো
আমার আদরের ‘দূর–বহুদূর’
এককথায় –সুদূরিকা...
এবার তো দাও দেখা!

০৫০৮১৩

কত সহজ উচ্চারণে বলে ফেলো

কত সহজ উচ্চারণে বলে ফেলো
“ভালোবাসি না”
প্রতিদিনের শেকল ভাঙা গান
কে গায় তোমাদের জন্যে
কে ঘোরে হয়ে হন্যে
করতে তোমাদের সমস্যা সমাধান!
বিশ্ব সংসার একপাশে রেখে
জীবিকার ঝাঁকা কাঁধে কে চলে হেঁকে?
স্বীকার করো বা না করো
সে তো “আমি”
জানে হঠাৎ বৃষ্টি অথবা প্রখর রোদ
তোমাদের হাসি আনন্দ শোক
“আমি” ই শালপ্রাংশু বাহুতে
বয়ে বেড়াই প্রতিনিয়ত অযুতে-নিযুতে।
মাঝে মাঝে এ ক্লান্ত আত্মার
প্রয়োজন প্রশংসা ভালোবাসার
“আমি” শুরু “আমি” ই রাখি চলমান
তোমাদের কড়ির পসার-
আমাকে ভুলে যেও না
আমার বিষণ্ন প্রেমিকার দল!

১৫.০৮.১৩

জীবানন্দীয় ক্লান্তি

সমস্ত দিনশেষে ভ্রু'র কোণে এসে জমে
জীবানন্দীয় ক্লান্তি
এসব অবগুন্ঠনহীন যাপিত জীবন
বহুদিন ছুটিতে থাকা অশ্বের অনভ্যস্ত ক্ষুর ঠোকা
অজানার পারে ছুটবে বলে-
কেউ বোঝে না, দেখে না কেউ মন দেহ
উল্টে পাল্টে;
উন্মুক্ত রং রস, তারচেয়ে বেশি প্রকাশিত
হৃদয় দ্বার, সুবিধাটুকু করে উপভোগ
উগড়ে দেয়া আধুনিক ভাষার ধার!
কেউ জানে না কি লেখা প্রাচীন মিশরীয় স্লেটে-
ভুলে যাওয়ার সুত্র বা পারম্পর্যহীন কথার ভার!
আগামীকাল তুমি আসোনি মায়াসভ্যতা-
কালো বিড়াল বৃথা মরলো কেঁদে।
সমস্ত দিনশেষে ভ্রু'র কোণে জমে থাকে
মানবীয় ক্লান্তি,
জীবনানন্দ সেই কবে থেকে কবি মাত্রেরই
মৃত্যু-প্রাণের ঐকতান অথবা নিখাদ বিভ্রান্তি।

আবছায়া বিকেলে

শেষ বিকেলের আলো-আঁধারের কাঁধে মাথা রাখবে বলে
ঝুঁকছে রাতের দিকে।
কেউ বাঁধছে খোঁপা, কেউ জুতোর ফিতে
ছুটির দিনের উৎসবে যোগ দেবে বলে;
মগ্ন নিদ্রায় কি বিনোদনের খোঁজে সবাই ব্যস্ত
শুধু আমার কোন কাজ নেই-
ঝলসে ওঠা আড্ডার সলতে নেই;
তোমাদের মন খারাপে আমি উপশম
তোমাদের যে কোন বিপদে আমি বন্ধু পরম,
আমারও মনের পর্দা ছিঁড়ে যায়,
আমারও কখনো কখনো অশ্রুজল্ ই সহায়,
আমাকে খই-রঙা সকাল কি সর্ষে বিকেল
উপহার দেবার কেউ নেই - আমার আশ্রয়
আজ আধফোটা বোলের একমাত্র আত্মজাই।

২৭.০৯.১৩ [৫:৫৫ বিকেল, শুক্রবার]

মন খারাপের একদিন

১.
ও কি আমার মতো লিখাতে পারে কবিতা
ছুঁতে পারে তোমার মন!
জানে কি তোমার ভালো লাগা মন্দ লাগা
কিংবা ছন্দপতন!
তবু ও জিতে যায় সামাজিক নিয়মে,
এলে না তুমি, রাখতাম বুকের ভেতর

পদ্যের ওমে।।

২.
ঐ রোদ ঐ বরফ সব তোমাকে ছোঁয়
ঐ জল ঐ হাওয়া সব তোমাকে ছোঁয়
কার্নিশে বসা পাখিটাও তোমার কথা
ঠোঁটে তুলে কয়;
তুমি শুধু আমাকেই করলে অচ্ছুৎ
বুঝেও বুঝলে না আমার মানুষী ভালোবাসার
অমানবিক ক্ষয়

৩.
তুমি সাগর জলে
তুমি মধুচন্দ্রিমায়
তুমি করছো স্নান
বিস্ময় ঝর্ণায়
আমি ডুবে যাই
অগাধ বেদনায়

৪.
মিথ্যা মদিরা মিথ্যা ধোঁয়ার চুম্বন
যতক্ষণ চোখে দেখা ততোক্ষণই
আনন্দের আলোড়ন

৫.
অনবদ্য ভ্রান্তি সাথে সান্দ্র দুচোখের পাতা
পুঁজিবাদ করে যায় নিনাদ
কাজ এবং কাজ, অলখে রয়ে যায়

ব্যক্তিজীবন রং ছাড়া সাদা।
ছয়দিন নেই সাতদিন নেই
ঘুরছে পুঁজির চাকা
প্রথম বিশ্ব বাঁধা চল্লিশ ঘন্টার শ্রমে
তৃতীয় বিশ্ব সেসব মানে না
চলে সপ্তাহে বাহাত্তর ঘন্টা
আহা দেহ তো পঁয়ত্রিশেই জেরবার
অজান্তে অক্কা পায় মন টা।
কড়ির কাছে বিক্রি হয়ে গেছি সেই কবে
কবি মন বয়ে চলে দহন
সামনে নিয়ে অমানুষিক ভীড়ভাট্টা
ভাবে একটাই জীবন
মুক্তি কি কখনো পাবে?

৬.
তোমার ভালোবাসা নেই
বলে ফেলো অনায়াসে
আমি ছটফট তোমাকে
ছোঁবার আশে।
নয়ন সমুখে তুমি
না পাবার বেদনায় কাঁপছে
আমার মনোভূমি।
জানি জানি তুমি অপরের
নেই বহিরাগতের অধিকার,
তুমি তো আমার গোপনেই বাজো
করিনি কোন কৈশোরিক দেন-দরবার।
এ হাতে লিখিত তোমার ভবিষ্যতসূচী

তুমি পরিবারের, তুমি সমাজের
আমি সেখানে খোলামকুচি।
আমি বয়সে শ্রদ্ধাভাজন
সম্পর্কের মই এ উচ্চে আবাসন
তাই অন্তরের জ্বর, করে নেই শাসন।
আমি শুধু শুনি তোমার উচ্চারণ, হাসি,
দীর্ঘ, দীর্ঘশ্বাসে বাতাসকে বলি
আহা, কি যে ভালোবাসি, যদি জানতে
আমাকেই সহজীবন মানতে!

৭.
আমার প্রেম-অপ্রেমের উপাখ্যান
মধ্য তিরিশেও ফুরোলো না
যেন বা নতুন সাজানো উদ্যান

৮.
স্বপ্ন শান্তি সুখের কপালে হুলিয়া
শখের বুকে ছুরি
পিঠে চাবুক মারছে বেনিয়া
উড়ছে পুজিঁর ঘুড়ি
একমাত্র শরণ অপরাজিত অক্ষর
কলম কাগজ ভরা
শেষ সুন্দরের হাতে পড়েনি এখনো হাতকড়া।
(কবিকে বাঁচাবে কে?)

৯.
অজগর সময় ড্রোন হামলায়
তাপাচ্ছে পিঠ, উদোম গা

প্রাণী রক্ষা কমিটি হোক
মরলে মরুক মানুষের ছা।

১০.
তুমি ধর্ষণ করেছো
আমি করি আন্দোলন
সমাজপতি আঙ্গুল তোলে
আমার ই দিকে কারণ
তোমার জন্যে জায়েয
যে কোন বয়সী
নারী ভক্ষণ

১১.
আহা নষ্ট হবার সাধ জাগে
ফেলে দিয়ে হিজাব বোরখা
আরও আরও আবরণ
পোশাকও নারীকে নষ্ট করে
কি ঠুনকো এই নারী জনম!
নরক দোজখ ডাইনী দেবী
সব যখন আমার পদতলে
কি লাভ ব্যাখ্যায় অবতার সেজে
বিবিধ ধর্মগ্রন্থখুলে!

১২.
আমি দূর্গতিনাশিনী
আমি না কি ধর্মাবতারের মা
আমার দিকেই সব ভ্রষ্ট পাল্লা
আমি আদতে নিজেরও

জন্মদাত্রী না।

১৩.
অপিরচয় ঘুচে যায়
মন্ত্রের জোরে হায়
পরিচিত হাত
থাকুক তফাত
সমাজ করবে না আঘাত
যদি চলে জীবন
এক বরের নায়।

১৪.
আমার মন খারাপ
আকাশের গালে শেষ চুম্বন
ইসাবেলা, এ শরতেও তুমি দূরে
কত আর কত প্রহর চলবে ঘুরে
এমন অবদমন!

১৫.
তুমি ওপাশে আমি এপাশে
মাঝখানে দাপ্তরিক টেবিল
তোমার মুখে হাসি
আমি বিষে বিষে নীল।

১৬.
ডাকে মসজিদ মন্দির
ডাকে গীর্জা প্যাগোডা
তোমার সাথে জমাতে আড্ডা

আমার ওসব কিচ্ছু চাইনে
ঘাসের মাদুরে পাতি শয্যা।

১৭.
ঈদ পূজা কি আরও উৎসব
অথবা কত পশুর বলিদান
আমার জন্যে হরিণ সুখ একটাই
তুমি এলেই শ্রাবণে আগুন হই
তোমাকে জড়াই দিয়ে
ভালোবাসার শিখা লেলিহান

১৮.
চলতে চলতে ও আমাকে পিষ্ট করো
সে তো জানি হাইহীলে
একবার, একবার দাও সুযোগ
দেই সাঁতার তোমার
অতল বিলে!

১৯.
সুন্দর মাত্রই আমার আরাধ্য
মননে ও মেধায়
হোক সে নারী অথবা পুরুষ,
অন্তরে থাকুক মোহাম্মদ কৃষ্ণ
বুদ্ধ বা যীশুর ক্রুশ।

১১.১০.১৩

সেইসব সময় আমাদের

সুরে সুরে মাতোয়ারা কত না দিন
সেইসব সময় আমাদের
দু বন্ধুতে কেটেছে কি যে উচ্ছল বর্ণিল!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাটকাটি
হ্রস্ব তরল নেশা ভুলিয়েছে
ব্যক্তিগত-পেশাগত হতাশা।
ঐ সব আকাশ পৃথিবী ছোঁয়া আড্ডা
ফিরে আসে না আর
আমরা এখন করি শুধু সংসার!
পূর্ণিমা বর্ষা কেমন করে পার হয়ে যায়,
রিকশাগুলো একাকী ঘোরে
বামপাশ পড়ে থাকে ফাঁকায়।
যায় দিন যায়-মাস-বছর যায়
কত মোবাইল নেট চ্যাট
সাগর পেরোনো কথা উড়ায়,
আমার অপেক্ষা তোমার আশায় আশায়
চোখ মুছিয়ে কেউ দেয় না
এন্টিসেপ্টিক হাগ্,
কেউ বলে না যত সমস্যা আসে আসুক
আমরা তুমুল বাঁচব বন্ধু
মরণকে বালাই ষাট্।
ইনবক্স খালি, মেসেজে নেই তোমার
ভালোবাসার বিলোড়ন,
আমার একাকী সময় ক্ষয়ে যাচ্ছে
শুভ মন-বোধন।
১২.১০.১৩

হিংসুক মনের ভাবনা!

অতিথি পাখির ডানায় মায়া বাঁধা থাকে
মুঠোফোনে ছুঁড়ে দেয়া শব্দে
প্রবাসী আপনজনের উদ্বিগ্নতা
কখনো কখনো ভালোই লাগে।
দায় দায়িত্বহীন সম্পর্ক আর শব্দের কারুকাজ
বন্ধনকে উপরে উপরে রাখে নিভাঁজ;
ভেতরে ঘুণপোকা কেটে যায়,
বলিরেখা স্বজনতো থাকবেনই
তারচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্লেজার ট্রীপ
কাটানো সময়
দুজনে দুজনায়।

একার রূপকথা

অবসরে বসে আমি দেখেছি
রাঙা বালিকার পায় পথ হেঁটে আমি দেখেছি
পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মানুষ ভালোবেসে
আমি দেখেছি,
পূর্ণিমার চাঁদ চোখে রেখে শিখেছি-
সব জোছ্না প্রেমের নয়,
শীত রাতে শরীর ঠেকলেই
কেউ ডুবে যায় না উষ্ণতায়;
দিন রাত উল্টে আমি দেখেছি-
যারা জন্মেছে তারা একা,
যারা চলে গেছে তারাও একা,

পৃথিবীর পথে হাঁটছে যারা জন্মাবে বলে
প্রেমের বুকে একেঁ দিয়ে পান্ডুর ম্লান হাসি
তাদের জন্যেও সত্য একটাই
তারাও থাকবে একা, চাদেঁর মতো
একাকী পূর্ণিমায়, যে কোন প্রাণের বালুকাবেলায়-
পদচিহ্ন মুছে মুছে জলের খেলায়।

১৬.১০.১৩ নিবিড় সন্ধ্যায় পাখিদের সংকীর্তণ

১.
নিবিড় সন্ধ্যায় পাখিদের সংকীর্তণ
গুচ্ছ আঁধার জমে থাকা
বৃক্ষরাজির শির্ করে রাতের আবাহণ
মিথ্যে হয়ে যায় নাগরিক জীবন
কী-বোর্ডের ঠক্ঠক্ মুছতে পারে না
প্রাচীন জলের ঐকতান
দায়বদ্ধ চরণে বাঁধা শেকল
মন চায় উপড়ে ফেলতে শেকড়
যেখানে আছে পোঁতা যাবজ্জীবন কারাবন্দী যুগল।

২.
শ্লোক এবং শোক
একে অপরের
ভুল সেখানেই
বৈরাগীকে বানানো ঘরের!

৩.
মৃত মাছের সাথে ভেসে ওঠে
প্রাণহীন বন্ধুর মুখ
ভুলতে পারি না
জলে ডুবে তোর চলে যাওয়া
তোকে হারানোর দুখ্!
ঘেরাটোপ চারদেয়ালের
পেরেক ঠুকে বিসর্জন সব খেয়ালের
নবান্নে বিদ্রোহী হবার সাধ জাগে
লোভ নেই আর দ্রব হবার
কারো অনুরাগে।

২৫.১০.২০১৩ একটি উষ্ণ চুম্বন

প্রগাঢ় স্বপ্নে তোমার অধরে এঁকে দিতে গিয়ে
একটি উষ্ণ চুম্বন,
আমি দ্বিধায় কুঁকড়ে উঠি যখন-
ভেসে উঠে একটি হাহাশ্বাস-হায় জীবন!
লঘু জোনাকী অথবা নির্ভীক নারী
নক্ষত্রের ছায়াতলে নিবিড় করে
না পাওয়ার বেদনায় জ্বলে,
ডেকে নিয়ে সমূহ পতন-
বলে যায় মূঢ়তার সময়
বেড়াল ফাঁদে, মন যদি কাঁদে জানি
ভালোবাসাহীনতাই জীবন।
স্বাধীনতা মানে অনিঃশেষ নিঃসঙ্গতা
মরাল গ্রীবায়,

সর্পিণী সহোদরার প্রেমহীনতায়
খোঁজা জীবনের মানে
শীতরাতে ডুবে যাওয়া
পিরামিড প্রাচীনতায়...

বিভ্রাট

শূন্য জৌলুস, মৃত হরিণ চোখ
সুখের অমরাবতীরা
ভুলে যায় ত্বকের নীচে বহমান
রক্তের ধারা।
হায় অমল ধবল রং কি জয়পুরী
যে যত হুরপরী
তার নর্দমা ততো বিশৃংখল!
বিষণ্ন প্রেমিকার দল আদর্শ ভুলে
যুতে যায় খঞ্জর গোলাপীর দেশে
আমার হারিয়ে যাওয়া মায়া সভ্যতা
ভালোবাসার বিনিময় শুধু ক্ষত
এই-ই পৃথিবীর একমাত্র সত্য,
আর সব বিভ্রাট।

(২৯.১০.১৩)

একেকদিন

একেকদিন খুচরো পয়সা, অজান্তে খরচ হয়ে যায়
একেকদিন খুব সুস্থ থেকেও মন অসুস্থতার গান গায়
এক এক দিন করে বছর চলে যায়
হাহাকারগুলো বিদ্রুপের ছায়াতলে
তোমার বিছানার সাইড টেবলে
অবহেলে পড়ে রয়
কেন যে এমন হয়!

তোমাকে কাছে পাবার তৃষ্ণা
জাগ্রত বিগ্রহ দেহ
সটান নগ্নতায়
একেকদিন একেকদিন বিরহ
সব কিছুর দখল পায়

তোমাকে ডাকা অনেক নাম
তোমাকে বলা না বলা অনেক কথা
নীরবতায় ছেয়ে যায়
একেকদিন নিজেকে লাগে
বড্ড অসহায়

অগণন শূন্যতা, নিস্তব্ধতা

দেহের আনাচে কানাচে তোমার স্পর্শের ভাষা নিয়ে
পড়ে থাকি এ শহর ও সভ্যতায়,
অগণন শূন্যতা ও নিস্তব্ধত্যায়
দিন শেষে তুমিও ঘরে ফিরো
বাতাস নেই, বাতাসের শব্দের ভেতর
পাখি নেই, পাখির কণ্ঠের স্মৃতিতে-আমি কাতর।
পুরনো সময়, কেটে যাওয়া সুরের গান,
নির্জন সজন, তুমি তবু স্থির-প্রস্তর।
যার যার জীবন নিয়ে আমরা
করছি বছরের পর বছর পার।
আস্তিনের খাঁজে শতাব্দী-
শুধু তোমাকে ভালোবাসি, ছক ভাঙ্গা ঘোরে
কুয়াশা ভেজা শীতের ভোরে
নিখিল ছুঁয়ে বেঁচে থাকা-
ইসাবেলা, আর একটিবার ফিরে এসো
যেও না ভুল বুঝে, দূরে সরে;
তুমি ছাড়া কেউ বোঝে না
এসব নক্ষত্র আভা উপল দ্বীপের হীরক
আমার নিষ্পাপ স্রোত, জেগে থাকে
তোমার দু চোখে নদী হবে বলে।

(০৬.১১.১৩)

শীত গাছ হবো

দিন রাত কথা, অযথা ব্যাকুলতা
ঝেড়ে ফেলে শীত গাছ হবো এবার
পাতা ঝরে যাবে, শিরায় শিরায়
সভ্যতার ক্লান্তি থাবা গেড়ে রবে-

অপরাহ্নের মৃত্যুতে বসন্ত আসবে না আর,
ধুলিমাখা ধূসর রূঢ়তা ঢেকে দেবে যত সবুজ
হবো না নগ্নচূর্ণ অবুঝ
হৃদয়ে মেখে নেব মৃত হিম
ভালোবাসার উষ্ণতায়
কোন গোলাপ হবে না রক্তিম।

এ শীতে সব পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া বৃক্ষ হবো
জীবন থাকবে প্রাণ থাকবে না
মুছে যাবে আকাশের বুক থেকে
স্বাধীন রোদগন্ধী শঙ্খচিল ডানা।

(০৭.১১.১৩)

প্রেমের জীবন

জীবন,তোমার চোখে দেখেছি যতবার
পাহাড়ের পদতলে আছড়ে পড়া নদীর কলতান
নৈঃশব্দ ভেঙ্গে দিয়ে তোমার কন্ঠের মধুর ঐকতান
ভেবেছি পাতা ঝরার দিনশেষে বসন্তের সমাহার।
গৃহে,অন্তঃপুরে মৃত্যুর ওপার থেকে ডেকেছে
তোমার ফিরিয়ে দেয়া প্রাণ–
বিষের থালা ছুঁড়ে ফেলে
নিত্য আমি হয়ে চঞ্চল,মিশে গেলাম
জল, যেন পদ্মপাতার জল;
রাঙা গ্রহের প্রেয়সী ভুলিয়ে ছল
গ্রহণ করেছো যত গান–
বলেছি নিষ্কম্প স্বরে, প্রেমের জীবন
সে তো সুন্দর, মহান, মহান।

(১০.১১.১৩)

রৌদ্রের বেলায়

রৌদ্রের বেলায় মেলে দিয়ে নিজেকে
হরতাল, মিটিং কি পলিটিক্স অতিক্রমে
আমি আজ সকাল থেকে বাজিয়েছি
রকবাজ ছোকরা হয়ে শিস্
নির্দোষ আমোদে যেন বৈষ্ণবীর খোলকরতাল
পৃথিবীর রাজহাঁস, এ এক অনবদ্য সকাল।
জড়াজড়ি দূরাভাসে বৃশ্চিক-মীন
বিষাদ সরানো সব পাওয়াতে লীন্।

(১০.১১.১৩)

মহাপৃথিবীকে ভালোবেসে

মহাপৃথিবীকে ভালোবেসে মূর্খ নারীর দল
আজও বয়ে বেড়ায় জন্মের রহস্য দুপেয়ে প্রাণী হয়ে–
চুল হলো বিদিশার নিশা, মুখ পেলো
শ্রাবস্তীর কারুকাজ উপমা;
পুরো দেহ সাজলো কত না অক্ষরে,
সাজালো পুরুষ কবিকূল!
তবু নারীর এতটুকু অবদান পেলো না স্বীকৃতি
হঠাৎ জ্বলা জোনাক পোকা হয়ে
হারিয়ে যাওয়াই যেন নিয়তি–
কিশোরীর ডুরে শাড়ি, তরুণীর রাঙা হাত
কি মন্ত্রের শুভক্ষণ–সব দেখলো পুংকবিগণ
খুঁজলো না কোনদিন আরাধ্য নারী মন!

(১১.১১.১৩)

কোথাও কেউ নেই

ভালোবাসা নেই, আছে অমৃতের সন্তান
চোখের লবণ ঘেঁটে খুঁজি পরিত্রাণ।
কোথাও নেই ছায়া হয়নি বাঁধা নীড়,
আকাশ জানে এ না থাকার বেদনা কত গভীর।
দূরাভাসে শুনি না কোন কণ্ঠস্বর
আমরা বিনিময় করি না দৈনন্দিন
এখন আর পরস্পর।

(১২.১১.১৩)

মৃত্যুর মতো সমর্পিত, অসহায়

এক জীবন কেটে গেলো
রোদের ভেতর অন্ধ পৃথিবীকে ভালোবেসে,
তুমিও ওঠো না আর হেসে
অভাজনের কবিতা পাঠ শেষে;
শীতের শিশিরকে চুমো খেয়ে,
কেটে যায় রাতের পর রাত
সহজ মাটি নয় তো মানুষ
খুশি হয় না শুধু ভালোবাসা পেয়ে।
গাঢ় বিষণ্নতা ঢেকে দেয়ে সময়
বোঝে না কেউ আমার প্রেম কামের নয়–
একজীবন কেটে গেলো গোপন পরিসরে
মন প্রাণ দেহ এক করে মেশা হলো না
তোমার শরীরে।
অপেক্ষার বাতাবরণ সাতটি সমুদ্র
পাঁচটি মহাদেশ অতিক্রমে জ্বলে যায়,
একজীবন কিছু না করে নিরূপণ
কেটে গেলো মৃত্যুর মতো সমর্পিত, অসহায়।
(১৬.১১.২০১৩)

আগুন লাঠি

১.
আমার কলম সংবিধান আহত
তুমিও দিলে নিষেধের ব্রত!

২.
আগুনলাঠি ঠোঁট ফুসফুস কামড়ে খায়
সে-ই সঙ্গী, সুস্থতা অসুস্থতায়
তোমার কি আসে যায়!

১৬.১১.২০১৩